Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

প্রযুক্তির ফাঁদ ও তার অপকারিতাসমূহ

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

তানিয়া নাজনীন তমা

রোলঃ 228020853

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

প্রযুক্তির ফাঁদ ও তার অপকারিতাসমূহ

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

তানিয়া নাজনীন তমা

রোলঃ 228020853

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " প্রযুক্তির ফাঁদ ও তার অপকারিতাসমূহ " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে তানিয়া নাজনীন তমা, আইডিঃ 228020853 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাও: শারাফাত কারীম
এরাবিক ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " প্রযুক্তির ফাঁদ ও তার অপকারিতাসমূহ " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

(স্বাক্ষর)

তানিয়া নাজনীন তমা

আইডিঃ 228020853

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

সূচিপত্র

অধ্যায় ১: ভূমিকা 5

অধ্যায় ২: প্রযুক্তির ধারণা, প্রকার ও বিবর্তন 9

অধ্যায় ৩: প্রযুক্তির সুবিধা ও সম্ভাবনা 12

অধ্যায় ৪: প্রযুক্তির ফাঁদ — সংজ্ঞা ও প্রকারভেদ 14

অধ্যায় ৫: প্রযুক্তির ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি ও মৌলিক নীতিমালা 16

অধ্যায় ৬: প্রযুক্তির ফাঁদ সৃষ্টির মনস্তাত্ত্বিক কারণ 21

অধ্যায় ৭: প্রযুক্তির অপকারিতা ও ইসলামী বিধিনিষেধ 24

অধ্যায় ৮: প্রযুক্তির ফাঁদ থেকে পরিত্রাণের উপায়: ইসলামী সমাধান 29

অধ্যায় ৯: উপসংহার 36

“প্রযুক্তির ফাঁদ ও তার অপকারিতাসমূহ”

অধ্যায় ১: ভূমিকা

১.১ প্রস্তাবনা

২১শ শতাব্দী প্রযুক্তির বিস্ফোরণের যুগ। স্মার্টফোন, ইন্টারনেট, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, সামাজিক মাধ্যম ও অটোমেশনের উন্নতির ফলে মানবজীবনে এসেছে বিপ্লব। কিন্তু এর পাশাপাশি প্রযুক্তি এমন কিছু “ফাঁদ” তৈরি করেছে, যা ব্যবহারকারীদের আচরণ, অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত, কাজের দক্ষতা এমনকি মানসিক স্বাস্থ্য পর্যন্ত প্রভাবিত করছে।

আল্লাহ তাআলা মানুষকে পৃথিবীতে খলিফা হিসেবে সৃষ্টি করেছেন, তাকে জ্ঞান, বিবেক ও পর্যবেক্ষণ শক্তি দান করেছেন, যাতে সে আল্লাহর দানকৃত নিয়ামতসমূহকে সঠিকভাবে ব্যবহার করে। আল্লাহ বলেন:

﴿وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾

“তিনি আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন।” (সূরা লুকমান: ২০)

এই আয়াত মানবজীবনে প্রযুক্তির ব্যবহারকে একটি নিয়ামত হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে। কিন্তু একই সাথে মানুষকে সতর্কও করা হয়েছে:

﴿لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾

“কে তোমাদের মধ্যে উত্তম কাজ করে, তা পরীক্ষা করার জন্য।” (সূরা হুদ: ৭)

অর্থাৎ প্রযুক্তি একদিকে নিয়ামত হলেও, অন্যদিকে এটি মানুষের জন্য পরীক্ষা, ফিতনা এবং কখনো ধ্বংসের কারণও হতে পারে।

বিশেষ করে আধুনিক যুগে প্রযুক্তির নিয়ন্ত্রণহীন ব্যবহার—সোশ্যাল মিডিয়া, মোবাইল, ইন্টারনেট, ভিডিও গেম, অশ্লীলতা ও নৈতিক অবক্ষয়—মানুষকে ঈমান, নীতি, পরিবার, সমাজ, দীনদারি থেকে দূরে সরিয়ে ফেলছে।

কুরআনে আল্লাহ বলেন:

اَلشَّيْطٰنُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَ يَاْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَآءِ

“শয়তান তোমাদেরকে দরিদ্রতার ভয় দেখায় এবং অশ্লীলতার দিকে আহবান করে।”

(সূরা বাকারা :২৬৮)

শয়তানের এই আহ্বান আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে সহজতর হয়েছে—অশ্লীলতা, বিভ্রান্তি, অপচয়—সবই মানুষের হাতের মুঠোয়।

রাসূল ﷺ বলেন: **"মানুষের এমন এক যুগ আসবে, যেখানে ফিতনা ঘন ঘন উপস্থিত হবে এবং চোখের সামনে দিয়ে বাতাসের মত ছুটে যাবে।"** (সুনান ইবনে মাজাহ-৩৯৫৯ সারমর্ম) ইসলাম, যে ধর্ম মানবতার কল্যাণে সর্বাঙ্গীণ জীবনধারা প্রদান করেছে, সেই ইসলাম প্রযুক্তির অপকারিতা সম্পর্কে স্পষ্ট নীতিমালা, সতর্কবার্তা এবং জীবনমুখী দিকনির্দেশনা প্রদান করেছে। তাই প্রযুক্তির ফাঁদ, অপকারিতা এবং ইসলামের দৃষ্টিতে তার সমাধানসমূহ কুরআন-সুন্নাহর আলোকে বিশ্লেষণ করা অত্যন্ত জরুরি হয়ে পড়েছে।

১.২. সমস্যার বিবৃতি

প্রযুক্তিগত সুবিধা থাকা সত্ত্বেও এর অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহার নৈতিক, আধ্যাত্মিক, সামাজিক ও মানসিক বিপদ ডেকে আনছে—যা ইসলামী মূল্যবোধের পরিপন্থী।

প্রযুক্তি মানবকল্যাণের জন্য নির্মিত হলেও বাস্তবে এটি মানুষের জন্য বহু সমস্যা সৃষ্টি করছে। এগুলোর মধ্যে—

- সময় নষ্ট,
- নৈতিক অবক্ষয়,
- অশ্লীলতার বিস্তার,
- মানসিক চাপ ও হতাশা,
- সামাজিক বিচ্ছিন্নতা,
- গোপনীয়তা লঙ্ঘন,
- গীবত, বদনাম ও অপমানের বিস্তার,
- মিথ্যা তথ্য প্রচার

প্রধান।

ইসলাম এসব বিষয়ের বিরুদ্ধে দৃঢ় অবস্থান নিয়েছে। কিন্তু আধুনিক যুগের মুসলিম সমাজ প্রযুক্তির অপব্যবহারকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে না। এ বাস্তবতার আলোকে প্রযুক্তির ফাঁদগুলোর বিশ্লেষণ ও ইসলামী নির্দেশনা অনুসন্ধান করা বর্তমান সময়ের একটি প্রয়োজনীয় একাডেমিক ধাপ।

১.৩. গবেষণার উদ্দেশ্য:

এই গবেষণার উদ্দেশ্য হলো—

- প্রযুক্তির লুকায়িত ফাঁদ উন্মোচন করা
- কুরআন-সুন্নাহর আলোকে এর অপকারিতা বিশ্লেষণ করা

- ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরা
- সমাধানের পথ নির্ধারণ করা

১.৪. গবেষণার প্রশ্ন:

- প্রযুক্তি কিভাবে ফাঁদে পরিনত হচ্ছে?
- ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে প্রযুক্তির অপব্যবহারের প্রধান অপকারিতাগুলো কী কী?
- সময় অপচয়, মিথ্যাচার, অশ্লীলতা ও ফিতনা ছড়ানোর বিষয়ে কুরআন-সুন্নাহর নির্দেশনা কী?
- আধুনিক বৈজ্ঞানিক গবেষণা প্রযুক্তির অপকারিতা সম্পর্কে কী বলে?
- প্রযুক্তির ফাঁদ থেকে মুক্তি পেতে ইসলামী জীবনবিধান কীভাবে সহায়তা করতে পারে?

১.৫. গবেষণার পদ্ধতিঃ

এই গবেষণায় যে পদ্ধতিগুলো অনুসরণ করা হয়েছে—

১.৫.১. গ্রন্থভিত্তিক/সাহিত্য-সমীক্ষা পদ্ধতি

- কুরআনের আয়াত, তাফসীর–গ্রন্থ, হাদীসের কিতাব এবং সুপরিচিত আলেমদের ব্যাখ্যা অধ্যয়ন করা।
- প্রযুক্তির সুফল–কুফল নিয়ে সমসাময়িক গবেষণা, প্রবন্ধ, বই ও জার্নাল নিবন্ধ পর্যালোচনা করা।
- ইসলামী নৈতিকতা, তথ্য-প্রযুক্তি, সাইবার অপরাধ, গোপনীয়তা—এসব বিষয়ে পূর্ববর্তী গবেষণার সারসংক্ষেপ সংগ্রহ।

১.৫.২. দলিল-ভিত্তিক বিশ্লেষণ

- **কুরআন** থেকে প্রযুক্তি-সম্পর্কিত নৈতিকতার নির্দেশনা, যেমন: অপচয়, সময় নষ্ট, ফাহাশা থেকে দূরে থাকা, নজর হেফাজত ইত্যাদি বিষয়ে দলিল সংগ্রহ।
- **হাদীস** থেকে প্রযুক্তি ব্যবহারের সঙ্গে সম্পর্কিত আচরণগত দিক—অপরের ক্ষতি না করা, মনগড়া কথা প্রচার না করা, গীবত-নিন্দা থেকে বিরত থাকা—ইত্যাদি দলিল বিশ্লেষণ।
- দলিলগুলোকে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্র—সোশ্যাল মিডিয়া, মোবাইল, গেমিং, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, সাইবারস্পেস—এর সাথে তুলনামূলকভাবে ব্যাখ্যা করা।

১.৫.৩. বিশ্লেষণধর্মী পদ্ধতি (Analytical Method)

- প্রযুক্তির অপকারিতাগুলো (যেমন আসক্তি, সময় নষ্ট, নৈতিক অবক্ষয়, তথ্য বিভ্রান্তি, নজরদারি ইত্যাদি) শ্রেণিবদ্ধ করা।
- ইসলামী নীতিমালার সঙ্গে এগুলোর সামঞ্জস্য বা অসামঞ্জস্য যাচাই করা।
- বাস্তব জীবনের উদাহরণ ও গবেষণার তথ্য ব্যবহার করে সমস্যা ও সমাধানের যৌক্তিক বিশ্লেষণ।

অধ্যায় ২: প্রযুক্তির ধারণা, প্রকার ও বিবর্তন

২.১. প্রযুক্তি:

প্রযুক্তি হল কৌশল, দক্ষতা, পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া-সমষ্টি, যা পণ্য ও সেবা উৎপাদনে বা উদ্দেশ্য সাধনে ব্যবহৃত হয়; যেমন: বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান। প্রযুক্তি হতে পারে কৌশল ও প্রক্রিয়ার জ্ঞান বা এটি অন্তর্ভুক্ত হতে পারে শুধুমাত্র যন্ত্রের ধারণা যে, এটি কীভাবে পরিচালিত হয় এগুলো সম্পর্কে বিশদ জ্ঞান ব্যতীত।
উদাহরণ: আগুন জ্বালানো, কৃষির উন্নত পদ্ধতি, কম্পিউটার, ইন্টারনেট, AI ইত্যাদি।

ইসলামে প্রযুক্তি সম্পর্কে নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি পাওয়া যায়। এটি না স্বভাবগতভাবে ভালো, না খারাপ। বরং ব্যবহারকারীর উদ্দেশ্য—নিয়ত (نِيَّة)—এর ওপর নির্ভর করে প্রযুক্তির হুকুম নির্ধারিত হয়।

প্রযুক্তির ফাঁদ বলতে বোঝায়—
যেসব প্রযুক্তি ব্যবহারকারীর দুর্বলতা, কৌতূহল, মনোযোগ, আবেগ, অথবা অজ্ঞানতার সুযোগ নিয়ে এমন আচরণে বাধ্য করে যা তার ক্ষতি ডেকে আনে, আরও বেশি সময় ব্যয় করাতে, বা অর্থ ব্যয় করাতে ইচ্ছাকৃত কৌশল প্রয়োগ করে। অথবা ব্যবহারকারীর উপর নির্ভরতা বাড়ায় সেটাই প্রযুক্তির ফাঁদ।

২.২. প্রযুক্তির প্রকারঃ

প্রযুক্তিকে বিভিন্ন দৃষ্টিতে ভাগ করা যায়। এর মধ্যে প্রধান কয়েকটি হলো—

২.২.১. প্রাচীন প্রযুক্তি

- আগুন
- পাথরের হাতিয়ার
- কৃষি
- চাকা
- প্রাণী চালিত যান

২.২.২. যান্ত্রিক প্রযুক্তি

- বাষ্প ইঞ্জিন
- তাঁত
- শিল্পযন্ত্র

- রেলপথ নির্মাণ

২.২.৩. বৈদ্যুতিক ও ইলেকট্রনিক প্রযুক্তি

- বিদ্যুৎ
- রেডিও
- টেলিফোন
- কম্পিউটার
- টেলিভিশন

২.২.৪. বৈদ্যুতিক ও ইলেকট্রনিক প্রযুক্তি

- ডিজিটাল প্রযুক্তি
- ইন্টারনেট
- স্মার্টফোন
- সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম
- ক্লাউড কম্পিউটিং

২.২.৫. উন্নত প্রযুক্তি (Advanced & Future Tech)

- কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI)
- রোবোটিক্স
- ন্যানোটেকনোলজি
- বায়োটেকনোলজি
- ভার্চুয়াল রিয়েলিটি (VR)

এগুলো আজকের মানুষের জীবনকে সম্পূর্ণ বদলে দিয়েছে—উপকারও এনেছে, আবার অপকারও ডেকে এনেছে।

২.৩. শিল্প বিপ্লব থেকে ডিজিটাল যুগ: সংক্ষিপ্ত বিবর্তন

ক) প্রথম শিল্প বিপ্লব (১৭৬০–১৮৪০)

বাষ্প ইঞ্জিনের আবিষ্কার যান্ত্রিক শিল্পের সূচনা করে। উৎপাদন বেড়ে গেল বিশাল পরিমাণে। ফলে—

- শ্রমিকদের জীবন বদলে গেল
- যান্ত্রিকতার ওপর নির্ভরতা বাড়ল

- নগরায়ণ বৃদ্ধি পেল

খ) দ্বিতীয় শিল্প বিপ্লব (১৮৭০–১৯১৪)

- বিদ্যুৎ,
- টেলিফোন,
- গ্যাস ইঞ্জিন,
- স্টিল প্রক্রিয়া

ইত্যাদি আবিষ্কার মানবসভ্যতার রূপ পাল্টে দেয়।

গ) তৃতীয় শিল্প বিপ্লব (১৯৬০–২০০০)

- ডিজিটাল কম্পিউটার ও ইলেকট্রনিক প্রযুক্তির যুগ।
- ইন্টারনেট
- মাইক্রোপ্রসেসর
- টেলিকম

ঘ) চতুর্থ শিল্প বিপ্লব (২০০০–বর্তমান)

এ যুগে প্রযুক্তি কেবল যন্ত্র নয়; বরং মানুষের চিন্তা, আচরণ, জীবনযাপন নিয়ন্ত্রণ করছে।

- Artificial Intelligence
- Machine Learning
- Big Data
- Internet of Things (IoT)
- Social Media Algorithms
- Automation & Robotics

এই অগ্রগতি মানবজীবনকে যেমন দ্রুতগতির করেছে, তেমনি মানুষের সময়, মনোযোগ, মানসিক শক্তি এবং নৈতিকতাকে নতুন ধারায় প্রভাবিত করেছে।

অধ্যায় ৩: প্রযুক্তির সুবিধা ও সম্ভাবনা

প্রযুক্তি মানব সভ্যতার অগ্রগতির প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে ইতিবাচক পরিবর্তন এনেছে। জীবনকে সহজ করা, উৎপাদন বাড়ানো, যোগাযোগকে দ্রুত করা, জ্ঞানকে সহজলভ্য করা–সব ক্ষেত্রেই প্রযুক্তির অবদান অপরিসীম।

৩.১ যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি

ইন্টারনেট, মোবাইল ফোন, ভিডিও কল–এসব প্রযুক্তি বিশ্বকে একটি "গ্লোবাল ভিলেজ"-এ পরিণত করেছে। তথ্য প্রেরণ এখন মুহূর্তের বিষয়।

- দূরত্ব কমেছে
- বিভিন্ন দেশের মাঝে ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধি পেয়েছে
- শিক্ষার্থীরা বিশ্বমানের শিক্ষা অনলাইনে পাচ্ছে

৩.২ স্বাস্থ্যসেবায় উন্নতি

চিকিৎসা প্রযুক্তির অগ্রগতির কারণে জটিল রোগ শনাক্ত করা সহজ হয়েছে। আধুনিক চিকিৎসা যন্ত্রপাতি, টেলিমেডিসিন, সার্জারিতে রোবট ব্যবহারের ফলে মৃত্যুহার কমেছে।

৩.৩ শিক্ষা খাতে বিপ্লব

ডিজিটাল ক্লাসরুম, অনলাইন কোর্স, স্মার্ট বোর্ড–এসব প্রযুক্তি শিক্ষাকে করেছে সহজ, আকর্ষণীয় ও সবার জন্য উন্মুক্ত।

৩.৪ শিল্প ও ব্যবসায় স্বয়ংক্রিয়তা

অটোমেশন ও রোবোটিক্স শিল্প উৎপাদনকে আরো দ্রুত ও দক্ষ করেছে। মানবশ্রমের ঝুঁকি কমিয়েছে, উৎপাদনের মান উন্নত করেছে।

৩.৫ পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়ন

বিমান, বুলেট ট্রেন, স্মার্ট ট্রাফিক সিস্টেম–এগুলো মানুষের যাতায়াতকে আরও দ্রুত ও নিরাপদ করেছে।

৩.৬ তথ্যের সহজলভ্যতা

জ্ঞান এখন সবার হাতের নাগালে। ইন্টারনেট মানুষের শিক্ষা, গবেষণা, কাজ এবং ব্যক্তিগত উন্নয়নে নতুন দরজা খুলে দিয়েছে।

৩.৭ ইসলামের দৃষ্টিতে প্রযুক্তির সুফল

ইসলাম কল্যাণকর সকল অগ্রগতিকে সমর্থন করে। উপকারী প্রযুক্তি মানুষের জীবন সহজ করে এবং মানবতার উপকারে আসে।

কুরআনের রেফারেন্স:

আল্লাহ বলেন: "আমি তোমাদেরকে যমীনে প্রতিষ্ঠিত করেছি; আর সেখানে তোমাদের জন্য জীবিকার ব্যবস্থা করেছি তোমরা খুব সামান্যই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।"- সূরা আল-আরাফঃ১০।

প্রযুক্তির সুফল আল্লাহ প্রদত্ত সুবিধার অংশ।

"তোমরা জ্ঞান অর্জন করো।" – সূরা আল-আলাকঃ ১-৫(সারমর্ম)।

প্রযুক্তি জ্ঞান অর্জনের পথকে আরও শক্তিশালী করেছে।

হাদিসের রেফারেন্স:

রাসুল (স.) বলেন: "মানুষের মধ্যে উত্তম সেই ব্যক্তি, যে মানুষের উপকারে আসে।" -আল মুজামুল আওসাতঃ৬১৯২

প্রযুক্তি যদি মানবকল্যাণে ব্যবহৃত হয়, তাহলে তা ইসলামী শিক্ষার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

অধ্যায় ৪: প্রযুক্তির ফাঁদ — সংজ্ঞা ও প্রকারভেদ

প্রযুক্তি যেমন মানবজীবনে নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করেছে, তেমনি অতিরিক্ত ব্যবহার, ভুল ব্যবহার বা অনিয়ন্ত্রিত অগ্রগতির ফলে প্রযুক্তি বিভিন্ন ধরনের ফাঁদ তৈরি করেছে। এসব ফাঁদ ব্যক্তি, সমাজ, অর্থনীতি ও নৈতিকতার ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।

৪.১ প্রযুক্তির ফাঁদ: সংজ্ঞা

"প্রযুক্তির ফাঁদ" বলতে এমন পরিস্থিতিকে বোঝায় যেখানে প্রযুক্তি সুবিধা দেওয়ার বদলে মানুষের উপর নিয়ন্ত্রণ স্থাপন করে, মানবিক মূল্যবোধ নষ্ট করে বা জীবনের স্বাভাবিক প্রবাহ ব্যাহত করে। অতিরিক্ত নির্ভরতা, আসক্তি, গোপনীয়তা হুমকিতে পড়া, কৃত্রিম সম্পর্ক–এসবই প্রযুক্তিগত ফাঁদের উদাহরণ।

৪.২ প্রযুক্তির ফাঁদের প্রধান প্রকারভেদ

৪.২.১ সামাজিক ফাঁদ

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম মানুষকে সংযুক্ত করলেও এটি সামাজিক বিচ্ছিন্নতা, ভুয়া তথ্য, তুলনামূলক মানসিকতা এবং বিষণ্ণতার জন্ম দেয়।

৪.২.২ মানসিক ও শারীরিক ফাঁদ

প্রযুক্তি আসক্তি, গেমিং আসক্তি, নোটিফিকেশন নির্ভরতা, দৃষ্টি সমস্যা, ঘুমের ব্যাঘাত ইত্যাদি প্রযুক্তিজনিত শারীরিক-মানসিক সমস্যা সৃষ্টি করে।

৪.২.৩ অর্থনৈতিক ফাঁদ

অটোমেশন ও রোবোটিক্স অনেক ক্ষেত্রে মানুষের চাকরি হ্রাস করছে। প্রযুক্তি নির্ভর বাজারে ছোট ব্যবসাগুলো টিকে থাকতে হিমশিম খায়।

৪.২.৪ সাইবার ফাঁদ

ইন্টারনেটের মাধ্যমে সাইবার অপরাধ, ডেটা চুরি, পরিচয় জালিয়াতি, ব্ল্যাকমেইলিং, হ্যাকিং ইত্যাদি ঘটছে।

৪.২.৫ নৈতিক ফাঁদ

ডিপফেইক প্রযুক্তি, ভুয়া তথ্য ছড়ানো, ব্যক্তিগত গোপনীয়তার লঙ্ঘন, অনৈতিক কনটেন্টের বিস্তার নৈতিকতার ওপর বড় হুমকি সৃষ্টি করে।

৪.২.৬ ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ফাঁদ

অসীম কনটেন্টের কারণে অনেকেই ধর্মীয় মূল্যবোধ থেকে দূরে সরে যায়, পরিবারিক বন্ধন দুর্বল হয়, এবং মূল্যবোধের অবক্ষয় দেখা দেয়।

৪.৩ ইসলামের দৃষ্টিতে প্রযুক্তির ফাঁদ

ইসলাম নির্দেশনা দিয়েছে যাতে মানুষ কোনো কিছুর প্রতি অতিরিক্ত আসক্ত না হয় এবং নিজের জীবন, পরিবার, সমাজ, নৈতিকতা রক্ষার জন্য সজাগ থাকে। অতিরিক্ত প্রযুক্তিনির্ভরতা নিজেই এক ধরনের "অতিরিক্ততা" , যা ইসলামে অপছন্দনীয়।

কুরআনের রেফারেন্স:

"তোমরা সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশিও না এবং জেনে-বুঝে সত্য গোপন করো না।"-সূরা আল-বাকারাঃ৪২

"যে ব্যক্তি আল্লাহর সীমারেখা লঙ্ঘন করে, সে নিজেই নিজের ক্ষতি ডেকে আনে।" -সূরা ত্বলাক : ১(আয়াতাংশ)

হাদিসের রেফারেন্স:

"যা তোমাকে উপকার করে না, তা পরিত্যাগ করো।" — তিরমিজি ২৫১৬ (সারমর্ম)।

অধ্যায় ৫: প্রযুক্তির ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি ও মৌলিক নীতিমালা

৫.১. প্রযুক্তির ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গিঃ

ইসলামে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যবহার নিরুৎসাহিত করা হয়নি; বরং আল্লাহ তাঁর বান্দাকে জ্ঞান অর্জনের আদেশ দিয়েছেন—

"قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُون"

("জ্ঞানীগণ আর অজ্ঞরা কি সমান?" - সূরা যুমার :৯ (আয়াতাংশ))

يَرْفَعِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ ۙ وَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجٰتٍ ؕ

("তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে আল্লাহ তাদেরকে মর্যাদায় সমুন্নত করবেন।- সূরা আল-মুজাদিলাহঃ১১(আয়াতাংশ))

৫.২. শরীইয়্যাহর সাধারণ নীতি: প্রতিটি বস্তুর মূলনীতি হলো বৈধতা । তবে, অপকারিতাকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে ।

৫.২.১. মুবাহ (অনুমতিসম্পন্ন) জিনিস মূলত বৈধ

শরীয়াহর মূল নিয়ম হলো—যেকোনো প্রযুক্তি বা উদ্ভাবন নিজে থেকে হারাম নয়, যতক্ষণ না এতে কোনো নিষিদ্ধ বিষয় বিদ্যমান হয়।

অর্থাৎ প্রযুক্তি যে কাজে ব্যবহৃত হবে, সেটিই এর হালাল–হারাম নির্ধারণ করে।

প্রযুক্তি এমন কাজে ব্যবহার করা যা:

- কোনো ইবাদত বা গুনাহের সাথে সরাসরি সম্পর্কিত নয়
- স্বাভাবিক জীবনযাত্রা, কাজ, যোগাযোগ, পড়াশোনা বা বিনোদনের অংশ

উদাহরণ

- মোবাইল ব্যবহার করে সাধারণ কথা বলা
- ইন্টারনেটে তথ্য খোঁজা
- কম্পিউটারে কাজ করা
- ক্যামেরায় ছবি তোলা (পরিস্থিতি অনুযায়ী)
- সোশ্যাল মিডিয়ায় সাধারণ যোগাযোগ

৫.২.২. মন্দুব / সুন্নত / উত্তম (مستحب / مندوب) — ভালো কাজে ব্যবহার

প্রযুক্তি এমন কাজে ব্যবহার করা যা ইসলামী নীতিতে উৎসাহিত:

যখন প্রযুক্তি ব্যবহার করা "উত্তম / সওয়াবের কাজ"

- কুরআন শিক্ষা, হাদীস ও ইসলামী জ্ঞান প্রচার
- দাওয়াত, নসিহত, সদকায়ে জারিয়াহ ধরনের উপকার করা
- অনলাইনে দান-সদকা, সাপোর্ট বা জনসেবামূলক কাজ
- দ্বীন শেখার জন্য ইউটিউব/অ্যাপ/ওয়েবসাইট ব্যবহার
- সময় বাঁচানো ও কল্যাণকর কাজের সুবিধা তৈরি

মূলনীতি:

(যা নেকিতে সাহায্য করে তা নেকির কাজ।)

৫.২.৩. মাকরুহ (مكروه) — অপছন্দনীয় ব্যবহার

প্রযুক্তি এমনভাবে ব্যবহার করা যা:

- সময় নষ্ট করে
- প্রয়োজনের চেয়ে অধিক আসক্তি তৈরি করে
- অপচয় বৃদ্ধি করে
- মানুষের সাথে বাস্তব সম্পর্ক ক্ষতিগ্রস্ত করে
- দুনিয়া ও আখেরাতের উপকার থেকে দূরে সরায়

উদাহরণ

- ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপ্রয়োজনীয় স্ক্রল
- গেম বা সোশ্যাল মিডিয়ায় পরিমাণহীন সময় নষ্ট
- রাতে দেরি পর্যন্ত মোবাইল ব্যবহার করে ফজর নষ্ট হওয়ার ঝুঁকি তৈরি করা
- অভিভাবক/স্ত্রী/স্বামীর অধিকার নষ্ট হওয়া

মূলনীতি:

(যা সময় নষ্ট করে ইসলামে তা অপছন্দনীয়।)

৫.২.৪. হারাম (حرام) — নিষিদ্ধ ব্যবহার

প্রযুক্তি এমন কাজে ব্যবহার করা যেখানে সরাসরি গুনাহ বা জুলুম হয়।

প্রযুক্তি ব্যবহার হারাম হয় যখন:

- অশ্লীলতা, পর্নোগ্রাফি, অনৈতিকতা দেখা/প্রচার করা
- হারাম সম্পর্ক/গোপন যোগাযোগ
- মিথ্যা, গীবত, বদনাম, অপবাদ ছড়ানো
- সাইবার অপরাধ, হ্যাকিং, প্রতারণা, জালিয়াতি
- জুয়া, সুদ, হারাম ব্যবসা চালানো

- মেয়েদের পর্দাবিরোধী ছবি/ভিডিও ছড়ানো
- হারাম কনটেন্ট দেখা বা তৈরি করা
- অন্যের সম্পদ, গোপন তথ্য বা প্রাইভেসি লঙ্ঘন

মূলনীতি:
(কারো ক্ষতি করা বা নিজেকে ক্ষতিগ্রস্ত করা হারাম।)

৫.২.৫. ওয়াজিব (واجب) — কখন প্রযুক্তি ব্যবহার করা আবশ্যক

এই অংশ অনেকেই ভুলে যান।
প্রযুক্তি ব্যবহার **ওয়াজিব** হয় যখন:

- প্রযুক্তি ছাড়া জরুরি দায়িত্ব পালন অসম্ভব বা অত্যন্ত কঠিন
- শিক্ষাগত বা কর্মস্থলের বাধ্যতামূলক চাহিদা
- জরুরি যোগাযোগ (জরুরি চিকিৎসা, নিরাপত্তা, পরিবারকে জানানো)
- ধর্মীয় দায়িত্ব পালনে প্রযুক্তি প্রয়োজন (যেমন সময় দেখার জন্য মোবাইল, কিবলা অ্যাপ, অনলাইন ক্লাস)

আলেম ওলামাদের মতে,
১. হিফজুল-আকল (বুদ্ধি), নফস (জীবন) ও ইমান রক্ষা: প্রযুক্তি যেন

- মানসিক ক্ষতি,
- আসক্তি,
- সময়ের অপচয়,
- নৈতিক অবক্ষয়

ডেকে না আনে—এটি শরীয়াহর গুরুত্বপূর্ণ শর্ত।

২. গোপনীয়তা ও আমানত রক্ষা

- ব্যক্তিগত তথ্য অপব্যবহার
- কারও অনুমতি ছাড়া ভিডিও/অডিও ধারণ
- হ্যাকিং বা ডেটা চুরি

শরীয়াহ অনুযায়ী আমানত ভঙ্গ এবং হারাম।

৩. মিথ্যা, প্রতারণা ও ফেক কনটেন্ট নিষিদ্ধ

- ভুয়া খবর ছড়ানো
- ডিপফেক বা মিথ্যা ছবি/ভিডিও
- ডিজিটাল প্রতারণা

কঠোরভাবে নিষিদ্ধ।

৪. ন্যায়–সততা বজায় রাখা

প্রযুক্তি ব্যবহার যেন ব্যবসা বা লেনদেনে—

- স্বচ্ছতা
- সততা
- প্রতিশ্রুতি পালন

এর বিপরীত না হয়।

৫. সময়ের সঠিক ব্যবহার

প্রযুক্তি যেন—

- অকারণে সময় নষ্ট
- ইবাদত বা পরিবার থেকে দূরে রাখা

না করে।

ইসলামে সময় অপচয়কে কঠোরভাবে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে।

৬. মাকাসিদুশ শরীয়াহের (শরীয়াহর উদ্দেশ্য) পরিপন্থি না হওয়া

শরীয়াহর পাঁচটি উদ্দেশ্য:

- দ্বীন রক্ষা
- জীবন রক্ষা
- বুদ্ধি রক্ষা
- বংশ/সমাজ রক্ষা
- সম্পদ রক্ষা

প্রযুক্তির ব্যবহার এ পাঁচটি উদ্দেশ্যের বিপরীত হলে তা গ্রহণযোগ্য নয়।

৭. ইসলামবিরোধী ধারণা প্রচারে সহযোগিতা করা যাবে না

যে প্রযুক্তি—

- কুফরি মতবাদ
- নাস্তিকতা
- নৈতিক অবক্ষয়

প্রচার করে, তা সমর্থন বা সহযোগিতা করা যাবে না।

৮. প্রযুক্তিকে কল্যাণে ব্যবহারে উৎসাহিত করা

ইসলাম বৈধ প্রযুক্তিকে উৎসাহ দেয় যদি তা—

- জ্ঞান বৃদ্ধি
- চিকিৎসা/বিজ্ঞান উন্নয়ন
- সমাজকল্যাণ
- দাওয়া
- ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি

ইত্যাদির ক্ষেত্রে উপকারী হয়।

নবী ﷺ বলেছেন:

“কর্মের ফল নির্ভর করে নিয়তের ওপর।” — (বুখারি-০১)

অতএব প্রযুক্তির প্রতিটি ব্যবহার নিয়ত অনুসারে বিচার্য।

অধ্যায় ৬: প্রযুক্তির ফাঁদ সৃষ্টির মনস্তাত্ত্বিক কারণ

৬.১. ডোপামিন রিওয়ার্ড সিস্টেম

প্রযুক্তি, বিশেষত:

- সোশ্যাল মিডিয়ার নোটিফিকেশন
- লাইক/কমেন্ট
- ভাইরাল ভিডিও
- দ্রুত পরিবর্তনশীল কনটেন্ট

এগুলো "মস্তিষ্কে ডোপামিন নিঃসরণ" বাড়ায়। এতে:

- আনন্দ পাওয়া
- পুরস্কৃত হওয়ার অনুভূতি
- আরও দেখার/ব্যবহারের তীব্র ইচ্ছা তৈরি হয়।

  এই লুপ আসক্তির সবচেয়ে বড় কারণ।

৬.২. তাৎক্ষণিক সন্তুষ্টি

প্রযুক্তি মুহূর্তেই:

- বিনোদন
- তথ্য
- যোগাযোগ
- গেম
- ছবি/ভিডিও

সবকিছু প্রস্তুত করে দেয়।

এতে মানুষ ধৈর্য হারায়, বাস্তব জীবনের ধীর প্রক্রিয়াগুলো অসহিষ্ণু মনে হয়। ফলে দ্রুত ফল দেয় এমন প্রযুক্তি-নির্ভর আচরণ গড়ে ওঠে।

৬.৩. সামাজিক স্বীকৃতির আকাঙ্ক্ষা

মানুষ স্বভাবতই:

- প্রশংসা চায়
- গ্রহণযোগ্যতা চায়
- অন্যের নজরে আসতে চায়

সোশ্যাল মিডিয়া এই চাহিদাকে দশগুণ বাড়িয়ে দেয়। "লাইক—কমেন্ট—শেয়ার" একটি **মনস্তাত্ত্বিক পুরস্কার** হয়ে ওঠে, যা ব্যবহারকারীদের ক্রমাগত ফিরে আসতে বাধ্য করে।

৬.৪. মিসিং আউট-এর ভয় (FOMO—Fear of Missing Out)

মানুষ ভয় পায়—

- নতুন খবর মিস করবে
- অন্যরা কী করছে জানবে না
- ট্রেন্ডে পিছিয়ে থাকবে

এই ভয় মানুষকে সারাক্ষণ ফোন চেক করতে বাধ্য করে। FOMO প্রযুক্তির সবচেয়ে শক্তিশালী ফাঁদগুলোর একটি।

৬.৫. অনিশ্চিত পুরস্কার ব্যবস্থা

সব অ্যাপ এমনভাবে তৈরি যে:

- কখন কী পাবেন তা অনিশ্চিত
- কখন ভাইরাল পোস্ট দেখবেন জানা নেই
- কখন কে বার্তা দেবে জানা নেই
- ফিডে পরবর্তী ভিডিও কেমন হবে, নিশ্চিত নয়

এই অনিশ্চয়তা **জুয়া খেলার মতো উত্তেজনা** সৃষ্টি করে, যা বৈজ্ঞানিকভাবে আসক্তি বাড়ায়।

৬.৬. একাকিত্ব ও বাস্তবতা থেকে পালানোর প্রবণতা

অনেকেই প্রযুক্তিকে ব্যবহার করে:

- মানসিক চাপ থেকে পালাতে
- একাকিত্ব ঢাকতে
- কষ্ট ভুলতে
- সামাজিক অস্বস্তি কমাতে

ফলে প্রযুক্তি "আশ্রয়স্থল" হয়ে ওঠে। এটা দীর্ঘমেয়াদে আরও মানসিক সমস্যা তৈরি করে।

৬.৭. মনোযোগ ভাঙা ও কম মনোযোগ ক্ষমতা

ভিডিও–রিলস–টিকটক–স্ক্রলিং মস্তিষ্কে:

- স্বল্প-সময়ের মনোযোগ তৈরি করে
- দীর্ঘ ফোকাসের ক্ষমতা কমায়

মনোযোগ যত কমে, মানুষ তত প্রযুক্তির ছোট ছোট উদ্দীপনাকে প্রয়োজন মনে করে—এটাই ফাঁদ।

৬.৮. সামাজিক তুলনা

মানুষ অনলাইনে অন্যদের:

- সৌন্দর্য
- সাফল্য
- আনন্দ
- বিলাসিতা
- সুখী জীবন

দেখে নিজের সাথে তুলনা করে। এটি বিষণ্নতা, উদ্বেগ, আত্মসম্মান কমে যাওয়া, এবং আরও বেশি স্ক্রল করার প্রবণতা বাড়ায়।

৬.৯. অ্যালগরিদমিক নিয়ন্ত্রণ

অ্যালগরিদম ব্যবহারকারীর:

- আগ্রহ
- দুর্বলতা
- আচরণ
- ভয়
- কৌতূহল

বিশ্লেষণ করে এবং ইচ্ছাকৃতভাবে এমন কনটেন্ট দেয় যা তাকে আরও ধরে রাখে। এটি মনস্তাত্ত্বিকভাবে "কগনিটিভ হাইজ্যাকিং" নামে পরিচিত।

৬.১০. অভ্যাস গড়ে ওঠা

প্রযুক্তি ব্যবহারের পুনরাবৃত্তি:

- নতুন অভ্যাস তৈরি করে
- অভ্যাস যত গভীর হয়, ছাড়তে কঠিন হয়

অধ্যায় ৭: প্রযুক্তির অপকারিতা ও ইসলামী বিধিনিষেধ

৭.১. সময়ের অপচয় ও জীবনের লক্ষ্যচ্যুতিঃ স্মার্টফোন আসক্তি

এটি আধুনিক বিশ্বের সবচেয়ে দ্রুত ছড়ানো আসক্তি।

- বসে থাকা অবস্থায়
- খাওয়ার সময়
- ক্লাসে

এমনকি নামাজের আগেও মানুষ ফোন চেক করছে

বিজ্ঞানীরা একে "behavioral addiction" হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

এর ক্ষতি—

- ঘুম নষ্ট
- স্মৃতিশক্তি কমে যাওয়া
- মানসিক অস্থিরতা
- সময়ের অপচয়
- পরিবার থেকে দূরত্ব

ইসলামের দৃষ্টিতে

সময় নষ্ট করা ইসলামের দৃষ্টিতে ক্ষতির বড় কারণ।

আল্লাহ বলেন—

"إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ(সূরা আল-আসরঃ২) "

পুরো সুরার অনুবাদঃ

সূরা আল-আসর (১০৩: ১-৩): "সময়ের শপথ! নিশ্চয়ই মানুষ ক্ষতির মধ্যে রয়েছে। তবে তারা ছাড়া, যারা ঈমান এনেছে, সৎকর্ম করেছে, একে অপরকে সত্যের উপদেশ দিয়েছে এবং ধৈর্যের উপদেশ দিয়েছে।

আল্লাহ তাআলা সময়ের কসম করে বলেছেন যে, যারা এই চারটি কাজে নিজেদের সময় ব্যয় করবে না, তারা চরম ক্ষতিগ্রস্ত। প্রযুক্তি এই চারটি কাজ (নেক আমল, দাওয়াত, সবর) থেকে মানুষকে দূরে সরিয়ে দেয়।

সহীহ বুখারী (৬৪১২): আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা.) বলেছেন, "দুটি নেয়ামতের ব্যাপারে বহু মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত: সুস্থতা ও অবসর।"

প্রযুক্তি এই অবসর সময়কে অনর্থক কাজে ব্যয় করে ফেলে, ফলে মানুষ সবচেয়ে মূল্যবান দুটি নেয়ামতের মূল্য দিতে ব্যর্থ হয়। সোশ্যাল মিডিয়া, গেমস বা কন্টেন্ট দেখার আসক্তি অবসরের অপচয়।

সুনানে তিরমিযী (২৪১৭): রাসূল (সা.) বলেছেন, "কিয়ামতের দিন বান্দার পা এক জায়গা থেকে সরবে না যতক্ষণ না সে চারটি প্রশ্নের জবাব দেবে: ... জীবনে কীভাবে সময় কাটিয়েছিল? যৌবনকাল কীভাবে কাটিয়েছিল?"

وَ الَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُوْنَ

আর যারা অনর্থক কথাকর্ম থেকে বিমুখ। সূরা আল-মুমিনুন: ৩

স্মার্টফোনের নেশা মানুষকে সময়ের সবচেয়ে বড় ক্ষয়কারী খাতে ঠেলে দিচ্ছে।মানুষ অনর্থক কথাকর্ম করে সময় অপচয় করছে।

৭.২. তথ্যের অতিরিক্ততা

ইন্টারনেট এমন এক পর্যায়ে পৌঁছেছে যেখানে মানুষ জ্ঞান অর্জনের বদলে তথ্যের চাপে মানসিকভাবে ক্লান্ত হয়ে পড়ছে।

- দিনে শত শত নোটিফিকেশন
- খবরের জোয়ার
- ভিডিওর পরে ভিডিও

ফলে—

- মনোযোগ ক্ষমতা কমে যাচ্ছে
- গভীরভাবে চিন্তা করতে পারছে না
- এক কাজ করতে করতে আরেক কাজে লাফিয়ে যাচ্ছে

একে বলা হয় “ডিজিটাল ডিস্ট্রাকশন” ।

ইসলামের দৃষ্টিতে, কুরআন মানুষকে চিন্তা, ধ্যান ও গভীর বিবেচনা করতে বলেছে—
“أَفَلَا يَتَفَكَّرُونَ” — “তোমরা কি চিন্তা করো না?”
(সূরা আন'আমঃ ৫০(আয়াতাংশ))

তথ্যের অতিরিক্ততা এই চিন্তার শক্তিকে দুর্বল করে, মানুষকে অগভীর মনোযোগী করে তোলে।

৭.৩. মিথ্যাচার, গুজব ও ফিতনা ছড়ানোঃ

তথ্য যাচাই না করে প্রচার, ফেক নিউজ ও অপবাদ ছড়ানোঃ ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে গুজব বা ফেক নিউজ দ্রুত ছড়ানোর মাধ্যমে সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়, যা ইসলামে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ।

"হে মুমিনগণ! যদি কোনো ফাসিক তোমাদের কাছে কোনো খবর নিয়ে আসে, তবে তোমরা তা যাচাই করে দেখবে, যেন অজ্ঞতাবশত তোমরা কোনো গোষ্ঠীকে আঘাত না করে বসো, অতঃপর নিজেদের কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হও।" সূরা আল-হুজুরাতঃ৬

প্রযুক্তির মাধ্যমে দ্রুত তথ্য ছড়ানোর ক্ষেত্রে এই আয়াতটি মূলনীতি। যাচাই না করে কোনো কিছু শেয়ার করা সরাসরি আল্লাহর নির্দেশের লঙ্ঘন।
রাসূল (সা.) বলেছেন, "কোনো মানুষ মিথ্যাবাদী হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে সে যা শুনে (সত্যাসত্য যাচাই না করে) তাই বলতে বা প্রচার করতে থাকে।" সহীহ মুসলিম (৫)
সোশ্যাল মিডিয়ায় ফরওয়ার্ড (Forward) বা শেয়ার (Share) বাটন চাপার আগে এই হাদীসটি স্মরণ করা জরুরি। যাচাই-বাছাই না করে অন্যের পোস্ট শেয়ার করা ইসলামে মিথ্যা ছড়ানোর নামান্তর।

"যারা মুমিনদের মধ্যে অশ্লীলতা ছড়াতে ভালোবাসে, তাদের জন্য দুনিয়া ও আখিরাতে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে।" সূরা নূরঃ১৯

প্রযুক্তিকে ব্যবহার করে গসিপ, অশ্লীল ছবি বা মন্তব্য পোস্ট করা, এমনকি অন্যের ব্যক্তিগত তথ্য প্রকাশ করা—সবই ফিতনা ছড়ানোর আওতায় পড়ে এবং এর শাস্তি ভয়াবহ।

৭.৪. অশ্লীলতা ও চারিত্রিক অবক্ষয়ঃ

প্রযুক্তির মাধ্যমে সহজেই পর্নোগ্রাফি, নিষিদ্ধ ছবি ও ভিডিওতে প্রবেশ করা যায়, যা দৃষ্টির সংযম নষ্ট করে এবং চারিত্রিক অবক্ষয় ঘটায়।

"মুমিন পুরুষদেরকে বল, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হেফাজত করে। এটাই তাদের জন্য অধিক পবিত্র। নিশ্চয় তারা যা করে আল্লাহ তা অবহিত।" – (সূরা নূর: ৩০)

প্রযুক্তির পর্দার সামনে দৃষ্টির সংযম (غَضُّ الْبَصَر / গাদ্ধুল বাছার) বজায় রাখা ফরজ। ইন্টারনেট ও স্মার্টফোনের মাধ্যমে এই ফরজ লঙ্ঘন করা সহজ হয়েছে।

"আর মুমিন নারীদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত করে..." – (সূরা নূর: ৩১)

পুরুষদের মতো নারীদেরও অনলাইন ও অফলাইনে অপ্রয়োজনীয় ও নিষিদ্ধ বিষয় দেখা থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

নবীজি (সা.) বলেছেন, "চোখের যিনা হলো দেখা, জিহ্বার যিনা হলো কথা বলা আর কুপ্রবৃত্তি কামনা ও লালসা সৃষ্টি করে এবং যৌনাঙ্গ তা সত্য অথবা মিথ্যা প্রমাণ করে।" -সহীহ বুখারী (৬২৪৩)

প্রযুক্তির মাধ্যমে অশ্লীল কনটেন্ট দেখা হলো চোখের যিনা (ব্যভিচার), যা প্রকৃত যিনার দিকে চালিত করে।

৭.৫. গীবত (পরনিন্দা) ও সম্মানহানিঃ

সোশ্যাল মিডিয়ার মন্তব্য, ট্রোলিং এবং ব্যক্তিগত আলাপচারিতার স্ক্রিনশট শেয়ারের মাধ্যমে গীবত ও বুহতান (অপবাদ) মহামারীর মতো ছড়িয়ে পড়ে।

"আর তোমরা নিজেদের মধ্যে একে অন্যের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না এবং মানুষের সম্পদের কিয়দংশ জেনে-শুনে অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করার উদ্দেশ্যে বিচারকদের কাছে পেশ করো না।" – (সূরা আল-বাকারা -১৮৮):

অন্যের ক্রেডিট কার্ড তথ্য চুরি করা, হ্যাকিং করে অর্থ আত্মসাৎ করা, সফটওয়্যার বা কনটেন্টের পাইরেসি করা—সবই এই আয়াতের আওতায় 'অন্যায়ভাবে সম্পদ ভক্ষণ'-এর অন্তর্ভুক্ত।

"...আর পৃথিবীতে ফাসাদ (বিপর্যয়) সৃষ্টি করতে চেয়ো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের ভালোবাসেন না।"- (সূরা আল-কাসাস : ৭৭)

সাইবার হামলা, ভাইরাস ছড়ানো বা তথ্য চুরি করে ডিজিটাল সিস্টেমে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা হলো এই আয়াত অনুযায়ী 'ফাসাদ' সৃষ্টির শামিল।

রাসূল (সা.) বলেছেন, "যখন আমানতের খেয়ানত করা হবে, তখন কিয়ামতের অপেক্ষা করো।"- সহীহ বুখারী-৬৪৯৬
অন্যের পাসওয়ার্ড বা ব্যক্তিগত তথ্যের গোপনীয়তা রক্ষা না করা, বা ডেটা চুরি করা হলো 'আমানত'-এর খেয়ানত।

অধ্যায় ৮: প্রযুক্তির ফাঁদ থেকে পরিত্রাণের উপায়: ইসলামী সমাধান

৮.১. তাকওয়া ও আখিরাতের চেতনাঃ

প্রবৃত্তির অনুসরণ মানুষকে জাহান্নাম পর্যন্ত নিয়ে যায়। কারণ তার সামনে কোনো আদর্শ থাকে না।

উম্মতে মুসলিমার প্রতি আল্লাহ তাআলার অতি বড় দয়া যে, ফিতনা-ফাসাদের যুগেও সিরাতে মুসতাকীম কোনটি তা জানার ও বোঝার উপায় আছে। আল্লাহ তাআলা কুরআন-সুন্নাহ ও ইসলামী শিক্ষাকে নিখুঁতভাবে সংরক্ষণ করেছেন, যার দ্বারা হক-বাতিলের পার্থক্য সুস্পষ্ট হয়ে যায়। যত রকমের ফিতনাই প্রকাশিত হোক- কুরআন-সুন্নাহয় আছে ঐ ফিতনার স্বরূপ ও তা থেকে মুক্তির যথার্থ পথনির্দেশ। তবে বলার অপেক্ষা রাখে না যে, কুরআন-সুন্নাহ থেকে মুক্তি ও সাফল্যের পথ পেতে হলে কুরআন-সুন্নাহ্র নির্দেশনার প্রতি আস্থা ও সমর্পন থাকতে হবে। মন-মস্তিষ্ককে উন্মুক্ত করতে হবে এবং সত্যিকারের মুখাপেক্ষিতা নিয়ে কুরআন-সুন্নাহ্র শরণাপন্ন হতে হবে। এ হলে আল্লাহ্র তাওফীকে সত্যকে বোঝা কঠিন হয় না। কঠিন সাধারণত তখনই হয় যখন এই সকল শর্ত পূরণে ব্যর্থতার পরিচয় দেওয়া হয়।

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

অর্থ: “হে মানুষ! আমি তোমাদের একজন পুরুষ ও একজন নারী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদের বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি, যাতে তোমরা পরস্পর পরিচিত হতে পারো। নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্যে আল্লাহর দৃষ্টিতে সর্বাধিক সম্মানিত সেই ব্যক্তি, যে সর্বাধিক পরহেজগার (তাকওয়াবান)। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সবকিছুর খবর রাখেন।” (সূরা আল-হুজরাত: ১৩)

"সে কি জানে না যে, আল্লাহ দেখেন?"- সূরা আল-আলাক (৯৬: ১৪)

এই আয়াতটি প্রযুক্তির পর্দা ব্যবহারের সময় আত্মনিয়ন্ত্রণের মূলমন্ত্র। যখনই কোনো নিষিদ্ধ কনটেন্টে প্রবেশ করার ইচ্ছা জাগবে, তখন এই জ্ঞানটি স্মরণ করতে হবে যে, আমি একা নই, আল্লাহ আমাকে দেখছেন।

সহীহ বুখারী (১): "সকল কাজের মূল্য নির্ধারণ হয় তার নিয়তের ওপর।"

প্রযুক্তির ব্যবহারের শুরুতে নিয়তকে সংশোধন করে নেওয়া (যেমন: 'আমি কেবল দ্বীনের জ্ঞান অর্জন বা হালাল কাজ করব') এবং ব্যবহারের শেষে আত্মপর্যবেক্ষণ (মুহাসাবা) করা যে, নিয়ত অনুযায়ী কাজ হয়েছে কিনা।

৮.২. সময়ের সদ্ব্যবহারঃ

প্রযুক্তির আসক্তি থেকে মুক্তি পেতে নিম্নোক্ত আমল ও কৌশলগুলো অনুসরণ করা যেতে পারে:

৮.২. ১. ইবাদতে মনোনিবেশ: দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ সময়মতো ও একাগ্রতার সাথে আদায় করা। "নিশ্চয় সালাত অশ্লীল ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে।" (সূরা আনকাবূত: ৪৫)।

৮.২. ২. দ্বীনি জ্ঞানার্জন: প্রযুক্তিকে দ্বীনের খেদমতে ব্যবহার করা। যেমন: কুরআন তেলাওয়াত শোনা, সহীহ হাদিস ও ইসলামী লেকচার অধ্যয়ন করা।

৮.২. ৩. দোয়া ও আত্মনিয়ন্ত্রণ: আল্লাহর কাছে প্রযুক্তির ফেতনা থেকে মুক্তির জন্য সাহায্য চাওয়া এবং প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে আত্মিক লড়াই (মুজাহাদা) করা।

৮.২. ৪. ডিজিটাল ডিটক্স: সপ্তাহে বা মাসে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য মোবাইল/ইন্টারনেট ব্যবহার বন্ধ রাখা।

৮.২. ৫. পরিবেশ পরিবর্তন: কম্পিউটার বা ল্যাপটপ এমন স্থানে রাখা যেখানে পরিবারের সবার নজর থাকে, যাতে একাকীত্বে হারাম কাজের সুযোগ না থাকে।

৮.২. ৬. অফলাইন কাজ: পরিবারের সাথে সময় কাটানো, বই পড়া, শারীরিক পরিশ্রমের কাজ বা সমাজকল্যাণমূলক কাজে নিজেকে ব্যস্ত রাখা।

৮.৩. নিয়ন্ত্রণ (Control) - বাহ্যিক ও মানসিক লাগামঃ

ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে নিয়ন্ত্রণ বলতে বোঝায়, প্রযুক্তির ব্যবহারকে শরীয়তের উদ্দেশ্য (মাকাসিদ আশ-শরীয়াহ) এবং কল্যাণের কাঠামোর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা।

৮.৩. ১. উদ্দেশ্য ও ব্যবহারের নিয়ন্ত্রণ

প্রযুক্তির ব্যবহারকে অবশ্যই জীবনের মৌলিক উদ্দেশ্য - দ্বীন (ধর্ম), জীবন, বুদ্ধি, সম্পদ এবং পরিবারের সুরক্ষা - এর পরিপন্থী হওয়া থেকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

৮.৩. ২. হালাল কাজে ব্যবহার:

প্রযুক্তিকে দ্বীনি জ্ঞানার্জন, দা'ওয়াতী কাজ, এবং কল্যাণমূলক ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করুন। রাসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর হাদিস, "আমার পক্ষ থেকে একটি আয়াত হলেও মানুষের কাছে পৌঁছে দাও," এই নিয়ন্ত্রণে উৎসাহ যোগায়।

হারাম কনটেন্ট থেকে বিরত থাকা: অশ্লীলতা, গিবত, মিথ্যা এবং যেকোনো ফিতনা সৃষ্টিকারী কনটেন্ট থেকে নিজেকে পুরোপুরি গুটিয়ে নিন।

৮.৩. ৩. স্ব-পর্যবেক্ষণ - মুজাহাদা ও মুহাসাবাহ:

স্ব-পর্যবেক্ষণ হলো আল্লাহর ভয় (তাকওয়া) ও নিজের হিসাব নেওয়ার মাধ্যমে প্রযুক্তির নেশা থেকে মনকে পরিশুদ্ধ করার অভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়া।

ক. মুজাহাদা (Mujahadah) – আত্মসংগ্রাম:

মুজাহাদা হলো নিজের নফস বা কুপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা। প্রযুক্তির আসক্তি থেকে মুক্তি পেতে দৃঢ় সংকল্প, ধৈর্য এবং আল্লাহর ওপর পূর্ণ ভরসা প্রয়োজন।

ইচ্ছা দমন: যখনই অপ্রয়োজনীয় বা ক্ষতিকর কোনো কনটেন্টের দিকে মনোযোগ যায়, সঙ্গে সঙ্গে সেই ইচ্ছাটিকে দমন করা এবং দ্রুত নিজেকে অন্য কোনো ভালো কাজে ব্যস্ত করে তোলা।

তাওবা ও ইস্তিগফার: যদি অনিচ্ছাকৃতভাবে বা ভুলবশত কোনো গুনাহ হয়ে যায়, তবে দেরি না করে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়া এবং ভবিষ্যতে এমন কাজ না করার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করা।

খ. মুহাসাবাহ (Muhasabah) – নিজের হিসাব নেওয়া:

প্রতিদিন শোবার আগে নিজের কর্মের হিসাব নেওয়া। এটিই হলো স্ব-পর্যবেক্ষণের মূল ভিত্তি।

দৈনিক হিসাব: রাতে একবার চিন্তা করুন, দিনের কোন সময়টুকু প্রযুক্তির ফাঁদে নষ্ট হয়েছে এবং কোন সময়টুকু ফলপ্রসূ কাজে লেগেছে।

ক্ষতির পর্যালোচনা: প্রযুক্তির অপব্যবহারের ফলে আপনার ঈমান, স্বাস্থ্য, পারিবারিক সম্পর্ক এবং পড়ালেখার কী ক্ষতি হচ্ছে, তা গভীরভাবে চিন্তা করা। এটি পরবর্তী দিনে ভালো কাজে উৎসাহিত করবে।

৮.৪. দাওয়াত ও সংস্কারঃ

প্রযুক্তির ফাঁদ থেকে মুক্তি পেতে দাওয়াত (Dawah) এবং সংস্কার (Islah) হলো দুটি অত্যন্ত শক্তিশালী ইসলামী কৌশল। দাওয়াতের মাধ্যমে অন্যদেরকে সচেতন ও অনুপ্রাণিত করা যায়, আর সংস্কারের মাধ্যমে নিজেদের ব্যবহার এবং সামাজিক কাঠামোতে ইতিবাচক পরিবর্তন আনা যায়।

৮.৪.১. দাওয়াত (Dawah): ইতিবাচক আহ্বান

দাওয়াত মানে শুধু ইসলামের দিকে আহ্বান নয়, বরং এটি কল্যাণের দিকে আহ্বান এবং ক্ষতিকর বিষয় থেকে বারণ করার একটি সামগ্রিক প্রক্রিয়া। প্রযুক্তিকে দাওয়াতের একটি হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে এর অপব্যবহারের ফাঁদ থেকে বাঁচা সম্ভব।

প্রযুক্তির মাধ্যমে দাওয়াত: সোশ্যাল মিডিয়া, ওয়েবসাইট বা অ্যাপস ব্যবহার করে ইসলামী জ্ঞান, কুরআনের ব্যাখ্যা, হাদিসের শিক্ষা এবং নৈতিক মূল্যবোধ প্রচার করা। এতে করে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর একটি বড় অংশ ক্ষতিকর কন্টেন্ট থেকে দূরে সরে এসে ইতিবাচক কাজে উৎসাহিত হবে।

সচেতনতামূলক দাওয়াত: প্রযুক্তির ক্ষতিকর দিক (যেমন: আসক্তি, সময়ের অপচয়, মিথ্যা ও গুজব) সম্পর্কে মুসলিম উম্মাহকে সতর্ক করা। বিশেষ করে তরুণ প্রজন্ম ও অভিভাবকদের কাছে এই বার্তা পৌঁছানো যে, ইসলামে সময়ের মূল্য কতটুকু।

হিকমত ও উত্তম উপদেশ: দাওয়াতের ক্ষেত্রে সবসময় উত্তম কথা ও হিকমত (প্রজ্ঞা) ব্যবহার করতে হবে, যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন: "তুমি তোমার প্রতিপালকের পথে আহ্বান করো প্রজ্ঞা ও উত্তম উপদেশের মাধ্যমে..." (সূরা নাহল: ১২৫)।

৮.৪.২. সংস্কার (Islah): ব্যক্তিগত ও সামাজিক পরিবর্তন

ইসলামী সংস্কার (ইসলাহ) হলো নিজেকে এবং সমাজকে প্রযুক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে পরিশুদ্ধ করা। এটি ব্যক্তিগত অভ্যাস পরিবর্তনের পাশাপাশি সামাজিক ও পারিবারিকভাবে নীতিমালা নির্ধারণের উপর জোর দেয়।

ক. ব্যক্তিগত সংস্কার :

ব্যক্তিগত পর্যায়ে নিজেকে পরিশুদ্ধ করার মাধ্যমে প্রযুক্তির ফাঁদ থেকে বের হয়ে আসা সম্ভব।

আত্মপর্যালোচনা **(মুহাসাবাহ):** দৈনিক নিজের স্ক্রিনটাইম এবং অনলাইনে কী করা হয়েছে তার হিসাব নেওয়া এবং খারাপ অভ্যাসগুলো চিহ্নিত করে তা সংশোধনের দৃঢ় সংকল্প করা।

অ্যাপ ও ডিভাইসের সংস্কার: অপ্রয়োজনীয় অ্যাপস বা আসক্তিমূলক গেমগুলো ডিলিট করে দেওয়া। ইবাদতের সময়, ঘুমের সময় বা পারিবারিক আলোচনার সময় ফোন সাইলেন্ট বা দূরে রাখার অভ্যাস করা।

জ্ঞানার্জনে অগ্রাধিকার: বিনোদনের চেয়ে দ্বীনি জ্ঞানার্জন এবং দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রযুক্তিকে ব্যবহার করাকে অগ্রাধিকার দেওয়া।

খ. পারিবারিক ও সামাজিক সংস্কার:

একাকী নয়, বরং পরিবার ও সমাজের যৌথ প্রচেষ্টায় প্রযুক্তির অপব্যবহার রোধ করা যায়।

পারিবারিক নীতি নির্ধারণ: পরিবারে প্রযুক্তি ব্যবহারের জন্য সুনির্দিষ্ট নিয়ম তৈরি করা (যেমন: ডিনার টেবিলে ফোন নিষিদ্ধ, ঘুমানোর **১** ঘণ্টা আগে ডিভাইস বন্ধ)।

বাধ্যতামূলক অফলাইন সময়: পরিবার ও বন্ধুদের সাথে বাস্তব জীবনে সম্পর্ক মজবুত করার জন্য নিয়মিত ডিজিটাল ডিটক্স বা বাধ্যতামূলক অফলাইন কার্যক্রমের আয়োজন করা।

নেতৃত্বের সংস্কার: ধর্মীয় নেতা ও শিক্ষাবিদগণ প্রযুক্তির সঠিক ব্যবহার এবং এর ক্ষতিকর প্রভাব নিয়ে আলোচনা করে সমাজকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে পারেন।

৮.৪.৩. দাওয়াত ও সংস্কারের সমন্বয়

প্রযুক্তির ফাঁদ থেকে স্থায়ী পরিত্রাণের জন্য দাওয়াত ও সংস্কার একে অপরের পরিপূরক।
দাওয়াতের মাধ্যমে মানুষের মধ্যে সচেতনতা ও অনুপ্রেরণা সৃষ্টি হয়।
সংস্কারের মাধ্যমে সেই অনুপ্রেরণাকে বাস্তব অভ্যাস ও নিয়মে পরিণত করা হয়।
এই ইসলামী সমাধান মানুষকে প্রযুক্তির দাসত্ব থেকে মুক্ত করে আল্লাহর পথে চালিত হওয়ার জন্য সময়কে সঠিকভাবে কাজে লাগাতে সাহায্য করে।

৮.৫. পরিবার ও সমাজঃ

পরিবার হলো সেই দুর্গ, যা সন্তানদেরকে প্রযুক্তির ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষা করতে পারে। মা-বাবা এবং অভিভাবকদের মূল ভূমিকা পালন করতে হবে।

৮.৫.১. পারিবারিক নীতিমালাঃ পারিবারিক স্ক্রিন টাইম রুটিন তৈরি: দিনের কোন সময় প্রযুক্তি ব্যবহার করা যাবে এবং কখন নিষিদ্ধ (যেমন: খাবার, নামাজ বা পারিবারিক আলোচনার সময়)।
সলামে শৃঙ্খলার গুরুত্ব, প্রতিটি দায়িত্বশীল ব্যক্তির তত্ত্বাবধানের কর্তব্য।

উপকরণ নিয়ন্ত্রণঃ শিশুদের হাতে ব্যক্তিগত ডিভাইস দেওয়ার আগে বয়স ও প্রয়োজন বিবেচনা করা। অপ্রাপ্তবয়স্কদের জন্য ডিভাইসে প্যারেন্টাল কন্ট্রোল সেট করা।

অবসরের বিন্যাসঃ অলস সময়ে ডিভাইসে মগ্ন না থেকে, একসাথে খেলাধুলা করা, দ্বীনি কিতাব পাঠ করা বা কুরআন শেখার মতো অফলাইন কার্যক্রমে সময় দেওয়া।

রাসুল (সাঃ)-এর হাদিস: "দু'টি নেয়ামতের ব্যাপারে মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত: সুস্থতা ও অবসর।"

আদর্শ স্থাপনঃ মা-বাবা নিজেই প্রযুক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে সংযম ও ভালো অভ্যাস প্রদর্শন করবেন, কারণ সন্তানরা তাদের অনুসরণ করে।

খোলামেলা আলোচনাঃ প্রযুক্তির ভালো-মন্দ দিক নিয়ে সন্তানের সাথে খোলামেলা আলোচনা করা, যাতে তারা নিজেরাই সচেতন হতে পারে।

আমানতদারিতা: সন্তানের প্রতি মা-বাবার শিক্ষাগত ও নৈতিক দায়িত্ব পালন

৮.৫.২. সামাজিক ভাবে সচেতনতা বৃদ্ধি:

খুতবা ও আলোচনা: জুমার খুতবা ও বিভিন্ন দ্বীনি মজলিসে প্রযুক্তির সঠিক ব্যবহার এবং এর অপচয় থেকে বাঁচার গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করা।

ইতিবাচক কনটেন্ট তৈরিঃ সোশ্যাল মিডিয়া বা ইউটিউবে অশ্লীল ও ফিতনামূলক কন্টেন্টের বিপরীতে উচ্চমানের ইসলামী ও শিক্ষামূলক কনটেন্ট তৈরি করা।

সামাজিক চাপমুক্ত পরিবেশঃ সমাজের মধ্যে এই সচেতনতা তৈরি করা যে, অতিরিক্ত ডিভাইস ব্যবহার বা সোশ্যাল মিডিয়া আসক্তি কোনো স্বাভাবিক বিষয় নয়, বরং তা নিন্দনীয়।

কমিউনিটি প্রোগ্রামঃ কমিউনিটি পর্যায়ে অনলাইন আসক্তি থেকে মুক্তির জন্য সেমিনার, কর্মশালা বা মেন্টরশিপ প্রোগ্রামের আয়োজন করা।

নৈতিকতা প্রচারঃ অনলাইনের মিথ্যা, গিবত ও ফেক নিউজ থেকে সমাজকে রক্ষা করতে ইসলামী নৈতিকতার চর্চা ও প্রচার করা।

অধ্যায় ৯: উপসংহার

গবেষণার সংক্ষিপ্ত ফলাফলঃ

প্রযুক্তির অপব্যবহার শরীয়াহর মৌলিক নীতিমালার সঙ্গে সাংঘর্ষিক এবং এর ফলে দুনিয়া ও আখিরাতে শাস্তির সম্মুখীন হওয়ার ঝুঁকি রয়েছে।প্রযুক্তির ফাঁদ থেকে বাঁচতে প্রয়োজন তাকওয়া, মুহাসাবা (আত্মপর্যবেক্ষণ) এবং শার'ঈ জ্ঞানের ভিত্তিতে প্রতিটি ডিজিটাল কাজের নিয়ত ঠিক করা।

সুপারিশমালা: ইসলামী নৈতিকতা ও উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে প্রযুক্তি ব্যবহারের একটি সুনির্দিষ্ট নীতিমালা তৈরি করা। শিক্ষা কারিকুলামে সাইবার-ফিকহ বা প্রযুক্তির ইসলামী ব্যবহার সংক্রান্ত নৈতিকতা ও নিয়মকানুন (আদাব) অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব করা।

প্রযুক্তির বিস্ফোরিত যুগে একজন মুসলিমের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো—
নিজেকে এবং পরিবারকে ফিতনা থেকে রক্ষা করা।
কুরআন:
“তোমরা নিজেদের ও তোমাদের পরিবারকে আগুন থেকে বাঁচাও।”
(তাহরিম ৬৬:৬)
এই আয়াতই পুরো গবেষণার মূল শিক্ষা।

সমাপ্ত

تَمَّ بِحَمْدِ ٱللهِ تَعَالىٰ ، ٱللّٰهُمَّ ٱنْفَعْنَا بِمَا عَلَّمْتَنَا وَعَلِّمْنَا مَا يَنْفَعُنَا وَزِدْنَا عِلْمًا وَ عَمَلًا وَتَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ ٱلسَّمِيْعُ ٱلْعَلِيْمِ، ٱللّٰهُمَ آمِيْنْ يَا رَبَّ ٱلْعَالَمِيْنْ.

"সমাপ্ত হলো আল্লাহ্ তাআলার প্রশংসার সাথে।
হে আল্লাহ! আপনি আমাদের যা শিখিয়েছেন তা থেকে আমাদের উপকৃত করুন, আমাদেরকে এমন কিছু শিখান যা আমাদের জন্য উপকারী এবং আমাদের জ্ঞান ও আমল বৃদ্ধি দিন।
আর আমাদের পক্ষ থেকে কবুল করে নিন, নিশ্চয়ই আপনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ। কবুল করে নিন হে আল্লাহ! সমস্ত জগতের পালনকর্তা!”